১০০ দিনের কাজে বকেয়া ২৭৪ কোটি টাকা, সক্রিয় শ্রমিকের তালিকা করছে জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: লোকসভা নির্বাচনের আগে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও এই প্রকল্পে গরিব মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর ওই ঘোষণার পর রাজ্যের প্রত্যেক জেলা থেকে ১০০ দিনের কাজের সক্রিয় শ্রমিক ও তাঁদের বকেয়ার পরিমাণ নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে নবান্ন। সেই মতো উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, জেলার ২২টি ব্লকে ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রের কাছে বকেয়া রয়েছে ২৭৪ কোটি টাকা।

দু'বছর বন্ধ ১০০ দিনের কাজ। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অল্পবিস্তর ধাক্কা লেগেছে। বকেয়া টাকা পেতে কেন্দ্রের কাছে বারংবার আবেদন করেও কোনও সুরাহা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প রাস্তায় হেঁটে জবকার্ড হোল্ডারদের জন্য রাজ্য নিজেই বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করে।

উত্তর ২৪ পরগনা

শেষ পর্যন্ত আর কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী না হয়ে 'মাস্টারস্ট্রোক' দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার রেড রোডে ধর্ণা মঞ্চে তিনি ঘোষণা করেছেন, ২১ লক্ষ ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি বকেয়া টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজের মোট বকেয়া রয়েছে ২৭৩.৯৩৯৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৩১.২৫১১০ কোটি টাকা উপাদান বাবদ বকেয়া। শ্রমিকদের মজুরি বাবদ বকেয়া রয়েছে ১৪২.৬৮৮৩০ কোটি টাকা। গোটা জেলায় বর্তমানে ১০০ দিনের কাজের শ্রমিক রয়েছেন ১৫ লক্ষ ২০ হাজার ৮৮৮ জন। কিন্তু এঁদের মধ্যে সক্রিয় কর্মী ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩২৪ জন। জেলার মধ্যে সব থেকে বেশি এই কাজে রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিক রয়েছেন সন্দেশখালি ২ ব্লকে। এখানে সক্রিয় শ্রমিকের সংখ্যা ৪৮,৮২৫। বসিরহাট ২, দেগঙ্গা, হিঙ্গলগঞ্জ, বাদুড়িয়া, বাগদা, হাসনাবাদ, স্বরূপনগরের মতো ব্লকেও হাজার হাজার মানুষ এই কাজ করে সংসার চালাতেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় তাঁরা সবাই আশার আলো দেখছেন। এ বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'বহু আবেদন-নিবেদনেও কর্ণপাত করেনি দিল্লি। তাই ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মেটাতে আরও একবার বাংলার মানুষের কাছে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের নেত্রী। তাঁর নির্দেশ মতো আমরা জেলার রিপোর্ট নবান্নে পাঠাব শীঘ্রই। আমাদের জেলার কাজহারা শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া পাবেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায়।'